03 SEP 2016

যুগান্তর

ভোলায় কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনার নামে জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবিরের

ভোলা প্রতিনিধি

ভোলায় শহরতলির গোপন আস্তানায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনার নামে জঙ্গি কার্যকলাপে উৎসাহিত করায় আয়োজক ছাত্রশিবির নেতাদের খুঁজছে পুলিশ। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ বিভাগে তোলপাড় চলছে। শুক্রবার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাইফ উদ্দিন আহমেদ শাহীন জানান, মূলত সংবর্ধনার নামে ওই বৈঠকে জঙ্গি পথে নামাতে শিক্ষার্থী বাছাই করা হয়। তাই আয়োজকদের খুঁজতে পুলিশের বিভিন্ন সোর্স কাজ করছে। বিষয়টি জানাজানি হলে ওরা গা ঢাকা দেয়। গত মাসে সাবেক পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ভোলা থেকে বদলি হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে পুলিশ এমন ঘটনা জানতে পারে। কিন্তু ওই সময় বিষয়টি ধামাচাপা দেয়া হয়। পরে পুলিশ অভিযান চালালেও গোপন ওই আস্তানায় আর কাউকে পাওয়া যায়নি। ওই আস্তানায় জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেয়া হয় বলেও পুলিশের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এমন বিষয় নিশ্চিত করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। ছাত্রশিবিরের আয়োজনে ওই বৈঠকে ৬০ শিক্ষার্থীকে ডাকা হয়। এমন ছবি, ফুটেজ প্রমাণপত্র পুলিশের হাতে রয়েছে। এক শিক্ষার্থীর মাধ্যমেই পুলিশ প্রথম বিষয়টি জানতে পারে। সাবেক পুলিশ সুপার তার বিদায়কালে ওই বিষয়টি আমলে নেননি। পুলিশের ওই সময়ের ঢিলেমির জন্যই ভোলার বাইরে থেকে আসা প্রশিক্ষকরাও নিরাপদে সরে যায়। নতুন পুলিশ সুপার মো. মোক্তার হোসেন ভোলায় যোগদান করার পর এসব বিষয় নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়।

পুলিশ সূত্র জানায়, শিক্ষার্থীদের প্রথমে শহরের একটি স্থানে এনে নাম রেজিস্ট্রেশন করা হয়। পরে ২-৩ জনের গ্রুপ করে কাউকে মোটরসাইকেল, কাউকে অটোরিকশা, কাউকে চোখ বেঁধে নানা ওলিগলি দিয়ে গোপন আস্তানায় পৌছান হয়। ওই বৈঠকে আয়োজকদের মধ্যে ২ জন ছিল স্থানীয় এবং অপর ৬ জনই ছিল অন্য জেলা থেকে আসা। শহরের ওয়েস্টার্নপাড়ার একটি মেস থেকে ৪ শিবির কর্মীকে আটকের পর তাদের কাছ থেকেও অনেক তথ্য পাওয়া গেছে বলে পুলিশ সূত্র জানায়। সভায় এ বিষয়ে অভিভাবকদের সতর্ক হতে অনুরোধ জানান ভোলার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার।